সংবাদ পরিক্রমা

৫ আগস্ট ২০১৯

বঙ্গবন্ধু শখে মুজবিুর রহমান এর উপর রচতি গ্রন্থরে পাঠ র্পযালোচনা কর্মসূচির উদ্বোধন

২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবর্ষ। ২০২০ সালকে ‘মুজিববর্ষ’ অভিধায় উদযাপনের লক্ষ্যে সরকার বছরব্যাপী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। মুজিবর্ষকে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বিভিন্ন কর্মকা- বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম নিয়ে রচিত গ্রন্থ নিয়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি লাইব্রেরিতে ‘বঙ্গবন্ধু কর্ণার’ স্থাপন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু কর্ণারে বর্তমানে সংগৃহিত গ্রন্থের সংখ্যা ছয়শতাধিক এবং এই সংগ্রহ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। গত ১৭ মার্চ ২০১৯ বিকেল তিনটায় একাডেমির গ্রন্থাগারে ‘বঙ্গবন্ধু কর্ণার’ উদ্বোধন করা হয়। সংগৃহীত বইগুলো নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হবে বলে জানিয়েছেন একাডেমির মাহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী।

প্রথম পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু কর্ণারের ১০০টি গ্রন্থ নিয়ে ২০জন লেখক ও গবেষক পাঠ পর্যালোচনা করেছেন। ৫ আগস্ট বেলা সাড়ে ৪টায় লেখকদের এই পাঠ পর্যালোচনা কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এমপি, তিনি বলেন: ‘যন্ত্রের অধিকতর ব্যবহারের ফলে মানুষ নিজেও যন্ত্রে পরিনত হচ্ছে, মানুষ অধিকতর আত্ম কেন্দ্রীক হচ্ছে। উন্নত জাতি গঠন করার জন্য বস্তুগত উন্নয়নের পাশাপাশি, মানবিক মূল্যবোধ ও দেশাত্ববোধ সম্পন্ন নতুন প্রজন্ম গড়তে বঙ্গবন্ধুকে জানা প্রয়োজন। বঙ্গবন্ধুকে জানার মাধ্যমে মানবিক ও উন্নত জাতি গঠন করা সম্ভব হবে। তাই সঠিক ইতিহাস জানতে এবং বঙ্গবন্ধুকে যথযথভাবে পরিমাপ করতে এই ধরনের পাঠ পর্যালোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ন উদ্যোগ। ’

অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট কবি ও প্রধান সমন্বয়ক, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী। সভাপতির বক্তব্যে লিয়াকত আলী লাকী বলেন, ‘বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কীর্তিকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যেই এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় পরবর্তীকালে বিভিন্ন গবেষণামূলক কর্মকা- বাস্তবায়ন করা হবে। এই পর্যালোচনা মুজিববর্ষে নানা শিল্প সৃজনে ও নির্মাণে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করবে।’ পাঠ পর্যালোচনা কর্মসূচি সমন্বয় এবং উপস্থাপনা করেন কবি সৌম্য সালেক।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর উপর রচিত ১০০টি গ্রন্থের রিভিউ লেখক ও গবেষকরা হলেন: ড. মাসুদুজ্জামান, স্বকৃত নোমান, মাসউদ আহমদ, খালেদ চৌধুরী, ওবায়েদ আকাশ, অরবিন্দ চক্রবর্তী, বীরেন মুখার্জী, রাসেল রায়হান, গিরীশ গৈরিক, শামস সাইদ, মুহাম্মদ ফরিদ হাসান, পীযূষ কান্তি বড়ুয়া, চাণক্য বাড়ৈ, কাজী মোহাম্মদ আলমগীর, মোজাফফর হোসেন, পিয়াস মজিদ, নাহিদা আশরাফী, সৈকত হাবীব, জুনান নাশিত, জব্বার আল নাঈম।

“পাহাড়ের বর্ণিল সংস্কৃতি” শীর্ষক চিত্র প্রদর্শনী ২০১৯ ‘র উদ্বোধন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০১৯ উপলক্ষে ‘শিল্পের আলোয় বঙ্গবন্ধু’ শীর্ষক ১-৩১ আগস্ট মাসব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। গত 1 আগস্ট টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত মাসব্যাপী কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়।

মাসব্যাপী অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ও বাংলাদেশ এথনিক আর্টিস্ট ফোরাম যৌথভাবে আগামি ৫-৭ আগস্ট বাংলাদেশে শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালার ২নং গ্যালারীতে আয়োজন করেছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উৎসর্গীকৃত ‘পাহাড়ের বর্ণিল সংস্কৃতি’ শীর্ষক চিত্র প্রদর্শনী ২০১৯।

৫ আগস্ট ২০১৯ সন্ধ্যা ৬টায় একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক ঋত্বিক নাট্যপ্রাণ লিয়াকত আলী লাকী এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য (রাঙ্গামাটি) দীপংকর তালুকদার এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. মো. আবু হেনা মোস্তফা কামাল এনডিসি। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ এথনিক আর্টিস্ট ফোরামের উপদেষ্টা শিল্পী কনক চাঁপা চাকমা।

প্রদর্শনী প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে রাত ৮টা এবং শুক্রবার বিকাল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

৬ আগস্ট ২০১৯

২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবর্ষ উদযাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বছরব্যাপী বিভিন্ন কর্মকা-বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম নিয়ে রচিত ছয় শতাধিক গ্রন্থ নিয়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি লাইব্রেরিতে ‘বঙ্গবন্ধু কর্ণার’ স্থাপন করা হয়েছে।

মাসব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ৬ আগস্ট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ‘মুজিব মানে মুক্তি নাটকের’ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ‘দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা’, ‘যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা’ এবং ‘শোন একটি মুজিবরের থেকে’ গানের সাথে নৃত্য পরিবেশন করে একাডেমির নৃত্যদল। একাডেমির শিশু সংগীত দল ‘ধন্য মুজিব ধন্য’ ও ‘সত্য বল সুপথে চল’ গান দুটি পরিবেশন করে। ‘দুঃখিনী বাংলা জননী বাংলা’ গানটির সাথে নৃত্য পরিবেশন করে একাডেমির শিশু নৃত্যদল। একক সংগীত পরিবেশন করে শিল্পী সাজেদ আকবর, শিল্পী কৃষ্ঠি হেফাজ, শিল্পী অনুপমা মুক্তি, শিল্পী আবু বকর সিদ্দীকী ও শিল্পী পুষ্পিতা। আবৃত্তি পরিবেশন করেন শিমুল মোস্তফা।

এরপর পরিবেশত হয় বঙ্গবন্ধুর মহান সংগ্রামী জীবন-ভিত্তিক ঐতিহাসিক নাট্যাখ্যান ‘মুজিব মানে মুক্তি’। লিয়াকত আলী লাকী’র গ্রন্থনা, পরিকল্পনা, সুর সংযোজনা ও নির্দেশনায় এবং লোক নাট্যদল (সিদ্ধেশ্বরী)-এর পরিবেশনায় সন্ধ্যা ৭টায় জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে নাট্যাখ্যান ‘মুজিব মানে মুক্তি’ পরিবেশিত হয়। মাসব্যাপী দেশের বিভিন্নস্থানে এই নাট্যাখ্যান ‘মুজিব মানে মুক্তি’র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে।

গল্পসংক্ষেপ:

বঙ্গবন্ধুর মহান সংগ্রামী জীবন-ভিত্তিক ঐতিহাসিক নাট্যাখ্যান ‘মুজিব মানে মুক্তি’। আবহমান বাংলার হাজার বছরের ইতিহাস, সংস্কৃতি, শোষণ-বঞ্চনা, দ্রোহ ও মুক্তির স্বপ্ন বিনির্মাণ এই নাটকের মূল উপপাদ্য। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, তেইশ বছরের পাকিস্তানি অপশাসন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধুর সাড়ে তিন বছরে দেশ গঠন এবং তার মহাপ্রয়াণ এই নাটকের উপাত্ত।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন, সংগ্রাম ও মহাপ্রয়াণভিত্তিক রাজনৈতিক আলেখ্য ‘মুজিব মানে মুক্তি’তে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ধারাবাহিক ইতিহাসের সাথে বঙ্গবন্ধুর শৈশব, কৈশোর, যৌবন, মহান সংগ্রামী জীবন ও মহাপ্রয়াণ ক্রমান্বয়ে সন্নিবেশিত হয়েছে। পাক-হানাদারদের সহযোগী যুদ্ধাপরাধীদের হিংস্র চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে নাটকটিতে। তাই ‘মুজিব মানে মুক্তি’ নাটকটি ইতিহাস, বঙ্গবন্ধুর জীবন নিয়ে রচিত বিশেষ প্রযোজনা।

নির্দেশকের কথা:

ইতিহাস নির্ভর নাট্য নির্মাণ চিরকালই কঠিন কাজ। আর একজন মহাপুরুষের সংগ্রামী জীবন নিয়ে শিল্প নির্মাণ আরো কঠিন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শন, রাজনৈতিক দর্শন, স্বপ্ন ও সংগ্রাম, তাঁর বিভিন্ন সময়ের বক্তৃতার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। কর্মের ভেতর দিয়ে তার দেশপ্রেম, একটি জাতির মুক্তির পথ নির্মাণ এবং বাংলা নামে দেশ স্থাপন সংগীত, কোরিওগ্রাফ ও কবিতার মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। ফিজিক্যাল থিয়েটারের উপাদান এবং বিভিন্ন ইমেজ ব্যবহার করতে হয়েছে ইতিহাস এবং মহামানবের জীবন, স্বপ্ন ও সংগ্রামের ছবি আঁকতে গিয়ে। ইতিহাসের শিল্পিত উপস্থাপন ও জাতির পিতার একটি জাতি ও দেশ নির্মাণ ও তাঁর মহাপ্রয়াণে নিরীক্ষাধর্মী শিল্প শৈলী, নানা ইমেজ ও কোরিওগ্রাফের ভেতর দিয়ে উপস্থাপনই এই প্রযোজনার মূল কর্ম। ইতিহাসের সত্যের চেয়ে শিল্পের সত্য অনেক বেশি শক্তিশালী। একটি আবেগ আশ্রিত কাব্যিক শিল্প উপস্থাপন ‘মুজিব মানে মুক্তি’।

কুশীলব:

নাবিল আহমেদ, টইটই হিলালী, জিয়াউদ্দিন শিপন, মিজানুর রহমান, মূসা রুবেল, রাসেল রানা রাজু, তাজুল ইসলাম, হাবিব তাড়াসী, প্রিয়াংকা বিশ্বাস মেঘলা, মোঃ শাহ আলম সরকার (রঞ্জু), সুজন মাহাবুব, মুমু মাসুদ, আজমেরী এলাহী নীতি, শিল্পী এলাহী, রুমা, জাহাঙ্গীর রানা , আবু ইসলাম মোহম্মদ ইতিহাস, শিশির কুমার রায়, তাজ, মুন্না, নিশী, মিতু, বিপুল কুমার, ফজলুল হক, প্রিয়তী প্রমুখ।

প্রমুখ।

শব্দ প্রক্ষেপণ : শাহরিয়ার কামাল

আলো : মাসুদ সুমন, বজলুর রহমান

মঞ্চব্যবস্থাপক : হাবিব তাড়াসী

৭ আগস্ট ২০১৯

‘বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতামালা’র উদ্বোধন

দেশের বরেণ্য লেখক ও গবেষকগণ বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম নিয়ে তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য নিয়ে 'বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতামালা' অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। নিয়মিত এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ১০০টি স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হবে বলে জানিয়েছেন একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী।

'বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতামালা' কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ৭ আগস্ট ২০১৯ সন্ধ্যা সাড়ে ৫টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম। কর্মসূচির উদ্বোধন ঘোষণা করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি এবং সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী।

স্মারক বক্তৃতা উপস্থাপন করেন জাতীয় অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম। 'বাংলার রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং বঙ্গবন্ধু' শিরোনামে বক্তৃতায় অবিভক্ত বাঙলার রাজনৈতিক নেতৃত্বের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়। বক্তৃতার শুরুতেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের হত্যাকারীদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানের শরুতে ১৫ আগস্ট শাতাদাত বরণকারী সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। শিশুদের সমবেত কণ্ঠে 'ধন্য মুজিব ধন্য' এবং 'শোন একটি মুজিবরের থেকে' গান দুটি পরিবেশিত হয়। একাডেমির নৃত্যশিল্পীবৃন্দ 'দুখিনী বাংলা জননী বাঙলা' গানের সাথে নৃত্য পরিবেশন করে।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত মাসব্যাপী আয়োজনে থাকছে ৫-৭আগস্ট জাতীয় চিত্রশালায় পাহাড়ের বর্ণিল সংস্কৃতি শীর্ষক চিত্রকর্ম প্রদর্শনী, ৫ আগস্ট বিকাল ৪টায় জাতীয় নাট্যশালার সেমিনার কক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপর রচিত ১০০টি গ্রন্থের পাঠ পর্যালোচনা, ৬ আগস্ট জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মুজিব মানে মুক্তি নাটকের প্রদর্শনী, ৭ আগস্ট বিকাল 5টায় জাতির চিত্রশালা মিলনায়তনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদযাপনের অংশ হিসেবে 'বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতামালা' উদ্বোধন, ১৫ আগস্ট সকালে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ, ২১ আগস্ট ভয়াবহ গ্রেনেড হামলার উপর স্থাপনাশিল্প প্রদর্শনী, ২৩ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী ও কারাগারের রোজনামচা পাঠ ও চিত্রকর্ম নির্মাণ এবং সকল জেলা ও উপজেলা শিল্পকলায় শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, ২৩-২৪আগস্ট বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবনের উপর তথ্যচিত্র প্রদর্শনী এবং ২৪ আগস্ট একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা প্লাজায় বরেণ্য চিত্রশিল্পীদের অংশগ্রহণে 'শিল্পের আলোয় বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক আর্ট ক্যাম্প।

‘বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতামালা’র ২য় পর্ব অনুষ্ঠিত

‘বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতামালা’ কর্মসূচির ২য় পর্ব ২০ আগস্ট ২০১৯ বিকাল ৪টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেছেন কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। ‘মানবিক দর্শণের ঋদ্ধ মানুষ: শেখ মুজিবুর রহমান’ শিরোনামে বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধুর জীবনের নানা দিক তুলে ধরেন তিনি।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বঙ্গবন্ধুসহ সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। এরপর শিশুদের সমবেত কণ্ঠে ‘ধন্য মুজিব ধন্য’ এবং `যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা’ গান পরিবেশিত হয়।

দেশের বরেণ্য লেখক ও গবেষকগণ বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের উপর মূল্যবান বক্তব্য নিয়ে ‘বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতামালা’ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। নিয়মিত এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ১০০টি স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হবে।

গত ৭ আগস্ট ২০১৯ ‘বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতামালা’ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্বে স্মারক বক্তৃতা উপস্থাপন করেন জাতীয় অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম। ‘বাংলার রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং বঙ্গবন্ধু’ শিরোনামে বক্তৃতায় অবিভক্ত বাঙলার রাজনৈতিক নেতৃত্বের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়।

২১ আগস্ট ২০১৯

২১ শে আগস্ট গ্রেনেড হামলার ভয়াবহতা নিয়ে স্থাপনা শিল্প ‘মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিনাশী ধ্বংসযজ্ঞ’

বঙ্গবন্ধু অ্যাভেনিউয়ে ২০০৪ সালে ২১ আগস্ট ২৪ জন মানুষকে হত্যা এবং জননেত্রী শেখ হাসিনা কে হত্যার অপচেষ্টার মধ্যদিয়ে একটি দৃষ্টিভঙ্গি, একটি স্বপ্ন ও বিশ্বাসকে হত্যা করবার ঘৃণিত প্রয়াস চালানো হয়েছিল যা আমাদের স্তম্ভিত করেছিলো। এই শোককে শক্তিতে পরিনত করার লক্ষে ২১ আগস্ট ২০১৯ সন্ধ্যা ৭টায় নন্দনমঞ্চে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজন করেছে স্থাপনা শিল্প ‘মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিনাশী ধ্বংসযজ্ঞ’। একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী’র পরিকল্পনায় ৫১ জন শিল্পীর অংশগ্রহনে ২০০৪ সালের ২১ শে আগস্ট গ্রেনেড হামলার ভয়াবহতা নিয়ে স্থাপনা শিল্পের কিউরেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন শিল্পী ও অধ্যাপক শাহ্জাহান আহমেদ বিকাশ।

আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে, এম খালিদ এমপি। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দিয়েছেন একাডেমির সচিব বদরুল আনম ভূঁইয়া। এবং অনুভূতি ব্যক্ত করবেন শিল্পী অধ্যাপক শাহজাহান আহমেদ বিকাশ।

স্থাপনাশিল্পে তুলে ধরা হয়েছে-

ভয়ার্ত চোখ: হ্যান্ড গ্রেনেড এর মুখোসধারী ২১ জন তরুণ শিল্পী ৭০ ফিট কালো ক্যানভাসে আতঙ্কিত চোখ এঁকে তারপর তা রক্তাক্ত লাল করতে থাকবে। আতংকিত চোখ; একটি আতংকিত চোখ অংকনের ভিডিও প্রোজেকশন করা হবে পর্দায়। চিত্রকর্মটি লাইভ আঁকবে শিল্পী শাহ্জাহান আহমেদ বিকাশ। গ্রেনেড বিস্ফোরণের আতঙ্কিত অনুভূতি; বিস্ফোরণের শব্দ হবে এবং ধোঁয়ায় পুরো প্রদর্শনিস্থল ভরে উঠবে।দর্শকদের সাময়িকভাবে ঐ মুহূর্তটুকু অনুভব করানোর জন্য কৃত্রিম রক্ত,পাদুকাসহ অন্যান্য বস্তু ছুড়ে দেওয়া হবে। আতংক: প্রজেক্টরের মাধ্যমে ২১ শে আগস্টের আতংকিত মুহূর্তগুলো প্রদর্শন করা হবে । ২১শে আগস্টের গ্রেনেড হামলার ভয়াবহ ২১ টি স্থিরচিত্রের প্রদর্শন করা হবে। পারফর্মেন্স আর্ট: ২১ শে আগষ্টের সেই গ্রেনেড হামলার ভয়ানক মুহূর্তটি নন্দন মঞ্চে পার্ফরমেন্স আর্ট এর মাধ্যমে ২১ জন শিল্পী প্রদর্শন করবে। মঞ্চের চারপাশের চৌবাচ্চাটুকু ধীরে ধীরে লাল রক্ত বর্ণে পরিণত হবে। আতংক বেদনা: ২০০৪ সালে ২১ আগস্ট জন নেত্রী শেখ হাসিনার জনসভায় গ্রেনেড হামলার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেদনাময় মুখাবয়বের প্রতিকৃতি আঁকা হবে। চিত্রকর্মের আয়াতন ৬x১০ ফুট।

দর্শক সম্মুখে অঙ্কিত হবে প্রতিকৃতিটি। চিত্রকর্ম সমাপ্ত হবার পর স্পট লাইট দিয়ে দর্শক সম্মুখে চিত্রকর্মটি উন্মোচন করা হবে বা প্রকাশ করা হবে এবং ২১ শে আগস্ট ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের বক্তব্য অডিওতে শোনা যাবে।

২২ আগস্ট ২০১৯

‘বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতামালা’র ৩য় পর্ব অনুষ্ঠিত

‘বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতামালা’ কর্মসূচির ৩য় পর্ব ২২ আগস্ট ২০১৯ বিকাল ৪টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা স্টুডিও থিয়েটার হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই পর্বে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে বক্তৃতা প্রদান করেছেন প্রফেসর অ্যামিরিটাস ড. আনিসুজ্জামান এবং বঙ্গবন্ধু হত্যা পরবর্তী বাংলাদেশ বাস্তবতা বিষয়ক বক্তৃতা প্রদান করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বঙ্গবন্ধু এবং ১৫ আগস্ট শাহাদাত বরণকারী সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। একাডেমির শিশু নৃত্যদল ‘দুঃখিনী বাংলা জননী বাংলা’ গানের সাথে নৃত্য পরিবেশন করে । শিশু সংগীত দলের পরিবেশনা ‘ধন্য মুজিব ধন্য’ ও ‘শোন একটি মুজিবরের থেকে’ গানের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেছেন একাডেমির কালচারাল অফিসার সৌম্য সালেক।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের উপর দেশের বরেণ্য লেখক ও গবেষকগণের মূল্যবান বক্তব্য নিয়ে ‘বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতামালা’ অনুষ্ঠান নিয়মিত আয়োজন করছে। নিয়মিত এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ১০০টি স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হবে।

গত ৭ আগস্ট ২০১৯ ‘বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতামালা’ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্বে স্মারক বক্তৃতা উপস্থাপন করেন জাতীয় অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম।

২৭ আগস্ট ২০১৯

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উদযাপনের লক্ষ্যে সংগীত শিল্পী বাছাই কার্যক্রম শুরু হয়েছে

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ বছরব্যাপী উদযাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির তালিকাভুক্ত শিল্পীদের বাছাই চলছে। চূড়ান্তভাবে তলিকাভূক্ত শিল্পীরা সারাদেশে বছরব্যাপী আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করবেন। একাডেমির বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তালিকাভূক্ত হওয়া ৯২০ জন সংগীত শিল্পী থেকে পর্যায়ক্রমে ১০০ জন শিল্পী বাছাই করা হবে বলে জানিয়েছেন একাডেমির মাহপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী।

২৭ আগস্ট ২০১৯ বিকাল তিনটায় শুরু হয়েছে শিল্পী বাছাইয়ের এই আনুষ্ঠানিকতা। উপস্তিত ছিলেন একাডেমির সচিব বদরুল আনম ভূঁইয়া, সংগীত পরিচালক চন্দন দাস, প্রোগ্রাম অফিসার মো. জাকির হোসেন ও ইন্সট্রাকটর মোনালিন আজাদ।

২৮ আগস্ট ২০১৯

‘মুজিব মনে মুক্তি’ নাটকের প্রদর্শনী শুরু

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাতাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০১৯ উপলক্ষে মাসব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দেশের বিভিন্ন স্থানে ‘মুজিব মানে মুক্তি’ নাটকের প্রদর্শনী শুরু হয়েছে।

গোপালগঞ্জ ঃ বঙ্গবন্ধুর ৪৪ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে মুজিব মানে মুক্তি নাটক মঞ্চস্থ করা হচ্ছে

২৮ আগস্ট ২০১৯ গোপালগঞ্জের শেখ মনি অডিটোরিয়াম, ব্রাহ্মনবড়িয়ার আখাউড়ায় শহীদ স্মৃতি কলেজ এবং ঢাকার সরকারি বাংলা কলেজে ‘মুজিব মানে মুক্তি’ নাটকের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২৮ আগস্ট বুধবার সকালে গোপালগঞ্জ শহরের শেখ ফজুল হক মণি অডিটোরিয়ামে প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক শাহিদা সুলতানা নাটক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান চৌধূরী এমদাদুল হক, জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব আলী খান, জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক খোন্দকার এহিয়া খালেদ সাদী, জেলা কালচারাল অফিসার আল মামুন বিন সালেহসহ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

আগামীকাল ২৯ আগস্ট মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে দশবত কলেজ থিয়েটারের পরিবেশনায় কলেজ অডিটোরিয়ামে সকাল ১১টায়, বাংলা কলেজ যুব থিয়েটারের পরিবেশনায় মিরপুর বিশ^বিদ্যালয় কলেজে বেলা ১২টায়, এবং গোপালগঞ্জের শেখ মনি অডিটোরিয়ামে প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে।

বঙ্গবন্ধুর মহান সংগ্রামী জীবন-ভিত্তিক ঐতিহাসিক নাট্যাখ্যান ‘মুজিব মানে মুক্তি’। লিয়াকত আলী লাকী’র গ্রন্থনা, পরিকল্পনা, সুর সংযোজনা ও নির্দেশনায় মাসব্যাপী দেশের বিভিন্নস্থানে এই নাট্যাখ্যান ‘মুজিব মানে মুক্তি’র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকা, গোপালগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ঝিনাইদহ, গাজীপুর ও ব্রাহ্মনবাড়িয়ার ২০টি স্থানে এটি প্রদর্শিত হবে।

গল্পসংক্ষেপ:

বঙ্গবন্ধুর মহান সংগ্রামী জীবন-ভিত্তিক ঐতিহাসিক নাট্যাখ্যান ‘মুজিব মানে মুক্তি’। আবহমান বাংলার হাজার বছরের ইতিহাস, সংস্কৃতি, শোষণ-ব না, দ্রোহ ও মুক্তির স্বপ্ন বিনির্মাণ এই নাটকের মূল উপপাদ্য। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, তেইশ বছরের পাকিস্তানি অপশাসন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধুর সাড়ে তিন বছরে দেশ গঠন এবং তার মহাপ্রয়াণ এই নাটকের উপাত্ত।
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন, সংগ্রাম ও মহাপ্রয়াণভিত্তিক রাজনৈতিক আলেখ্য ‘মুজিব মানে মুক্তি’তে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ধারাবাহিক ইতিহাসের সাথে বঙ্গবন্ধুর শৈশব, কৈশোর, যৌবন, মহান সংগ্রামী জীবন ও মহাপ্রয়াণ ক্রমান্বয়ে সন্নিবেশিত হয়েছে। পাক-হানাদারদের সহযোগী যুদ্ধাপরাধীদের হিংস্র চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে নাটকটিতে। তাই ‘মুজিব মানে মুক্তি’ নাটকটি ইতিহাস, বঙ্গবন্ধুর জীবন নিয়ে রচিত বিশেষ প্রযোজনা।

নির্দেশকের কথা:

ইতিহাস নির্ভর নাট্য নির্মাণ চিরকালই কঠিন কাজ। আর একজন মহাপুরুষের সংগ্রামী জীবন নিয়ে শিল্প নির্মাণ আরো কঠিন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শন, রাজনৈতিক দর্শন, স্বপ্ন ও সংগ্রাম, তাঁর বিভিন্ন সময়ের বক্তৃতার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। কর্মের ভেতর দিয়ে তার দেশপ্রেম, একটি জাতির মুক্তির পথ নির্মাণ এবং বাংলা নামে দেশ স্থাপন সংগীত, কোরিওগ্রাফ ও কবিতার মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। ফিজিক্যাল থিয়েটারের উপাদান এবং বিভিন্ন ইমেজ ব্যবহার করতে হয়েছে ইতিহাস এবং মহামানবের জীবন, স্বপ্ন ও সংগ্রামের ছবি আঁকতে গিয়ে। ইতিহাসের শিল্পিত উপস্থাপন ও জাতির পিতার একটি জাতি ও দেশ নির্মাণ ও তাঁর মহাপ্রয়াণে নিরীক্ষাধর্মী শিল্প শৈলী, নানা ইমেজ ও কোরিওগ্রাফের ভেতর দিয়ে উপস্থাপনই এই প্রযোজনার মূল কর্ম। ইতিহাসের সত্যের চেয়ে শিল্পের সত্য অনেক বেশি শক্তিশালী। একটি আবেগ আশ্রিত কাব্যিক শিল্প উপস্থাপন ‘মুজিব মানে মুক্তি’।

৩০ আগস্ট ২০১৯

শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাতাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০১৯ উপলক্ষে মাসব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সারাদেশে জেলা উপজেলায় ‘‘শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা” আয়োজন করা হয়েছে।

ঢাকা মহানগরীর প্রতিযোগিতা ৩০ আগস্ট ২০১৯ শুক্রবার সকাল ১০ টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালায় প্রতিযোগিতাটি তিনটি বিভাগ ও বিষয়ের উপর অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ক বিভাগ : কেজি থেকে ৩য় শ্রেনী বিষয়- ‘‘আমার বঙ্গবন্ধু”

খ বিভাগ : ৪র্থ থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেনী বিষয়- ‘‘ আমিই মুজিব”

গ বিভাগ : ৭ম থেকে ১০ শ্রেনী বিষয়- ‘‘২০৪১ সালে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা”

ছবি আঁকার মাধ্যম ছিল উন্মুক্ত। সকাল ৯ টায় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনের জন্য নিবন্ধন শুরু হয়। প্রতিযোগিতায় চারশতাদিক শিক্ষার্থীর অংশনেয় জানিয়েছেন প্রতিযোগিতার সমন্বয়কারী খন্দকার রেজাউল হাশেম।

সারাদেশের জেলা উপজেলা থেকে নির্বাচিত চিত্রকর্ম নিয়ে ঢাকাতে চুড়ান্ত পর্যায়ে বাছাইয়ের মাধ্যমে সেরাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে।